মুক্ত প্রাণের প্রতিধ্বনি
ভোরের কাগজ

জানুয়ারি ২৫, ২০০৮, শুক্রবার : মাঘ ১২, ১৪১৪

সংবাদ ভাষ্য ।। পাকিদের চোখে জামাত

মুনতাসীর মামুন : একাত্তরের ঘাতক-দালালদের সম্পর্কে যেখানে যার কাছে যা তথ্য আছে তা সংরক্ষণের জন্য আমরা বিভিন্ন সময় আবেদন জানিয়েছি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইহুদি নিধনকারীদের বিচারের জন্য সাইমন ওয়েজেনথেইলের একক প্রচেষ্টায় এ ধরনের তথ্য সংরক্ষণকারী একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। আমাদের এখানে ডা. হাসান এ ধরনের একটি প্রচেষ্টা নিয়েছিলেন। শুধু বক্তৃতা বিবৃতি না দিয়ে অন্তত বিত্তবান মুক্তিযোদ্ধারা যদি এ প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন তবে তা হবে একটি জাতীয় কর্তব্য পালন। তথ্য সংরক্ষণ আরো প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে এ কারণে যে, জামাত নেতারা বারবার অস্বীকার করছেন যে তারা গণহত্যায় জড়িত ছিলেন না, আল-বদর কী তারা জানেন না। আশ্চর্য হবো না, যদি নিজামী-মুজাহিদ বলেন ঐ সময় তাদের জন্মই হয়নি।
গণহত্যাকারী, গণধর্ষণকারী, গণলুটেরা জামাতিদের কর্মকাণ্ড সম্যকভাবে তুলে ধরা হয়নি দেখে আজ এ বিপত্তি। জামাতিরা বাংলাদেশের বির"দ্ধে কী করেছে তার অনেক তথ্য/ প্রমাণ আগে আমরা দিয়েছি। কিন", সেগুলো তারা অস্বীকার করেছে বা নিশ্চুপ থেকেছে। তাদের তৎকালীন [এবং বর্তমানও] প্রভু পাকিস্তানিদের রিপোর্টেই জামাতিদের সম্পর্কে এ ধরনের প্রচুর তথ্য আছে।
পাকিস্তান আমলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় [দুই প্রদেশে] পাক্ষিক একটি রিপোর্ট প্রকাশ করত প্রদেশের হালচাল সম্পর্কে। সরকার কীভাবে দেখছে বিভিন্ন বিষয় বা কী ঘটছে তার একটি বিবরণ পাওয়া যায় সে সব রিপোর্টে। এসব রিপোর্টের সম্পূর্ণ সংগ্রহ এক জায়গায় পাওয়া যাচ্ছে না। সরকারের কোনো না কোনো শাখায় তা আছে। গত ৩০ বছরের স্বৈরশাসন বা ডানপন্থী শাসনের জন্য যা আমরা ব্যবহার করতে পারিনি। বা ডানপন্থী কোনো আমলা সে সব নষ্টও করে ফেলতে পারেন। ১৯৭১ সালের রিপোর্টগুলো দেখলে জামাতি কর্মকাণ্ড সম্পর্কে প্রচুর তথ্য পাওয়া যাবে এবং যুদ্ধাপরাধের মামলায় দলিলপত্র হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।
সম্প্রতি এ ধরনের দুটি রিপোর্ট আমরা পেয়েছি। রিপোর্টগুলো ছিল পাক্ষিক। আমরা অক্টোবরের শেষ ২ সপ্তাহ ও নভেম্বরের প্রথম ২ সপ্তাহের রিপোর্টের সংকলন পেয়েছি। এ রিপোর্টগুলো প্রকাশিত হতো– 'ফোর্ট নাইটলি সিক্রেট রিপোর্ট অন দি সিটুয়েশন ইন ইস্ট পাকিস্তান' নামে।
অক্টোবরের [শেষ ২ সপ্তাহ] রিপোর্টের ১৫ নং অনুচ্ছেদের সার সংক্ষেপ :
১৭-১০-১৯৭১ তারিখে রংপুর শহরে, ইসলামী ছাত্রসংঘের রংপুর শাখা একটি সম্মেলনের আয়োজন করে। ১০০ কর্মী উপস্থিত ছিল। সভাপতিত্ব করেন এ টি এম আজহার"ল ইসলাম। ছাত্রসংঘের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আলী হুসান [আহসান] মোঃ মুজাহিদ অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। তার বক্তৃতায় তিনি দেশের বর্তমান পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেন এবং কর্মীদের ইসলামি চেতনায় বলীয়ান হয়ে অনৈসলামিক কর্মকাণ্ডের বির"দ্ধে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। তিনি তাদের বিভিন্ন পর্যায়ে আল-বদর বাহিনী গড়ে তোলার পরামর্শ দেন যাতে তারা অন্তঃ-বহিঃশত্র" থেকে দেশকে রক্ষা করতে পারে।
আমরা জানি এসব বক্তৃতায় উদ্দীপ্ত হয়ে কীভাবে জামাতি কর্মীরা দেশের বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছিল।
নভেম্বরের রিপোর্টের ৪নং প্রতিবেদন :
৭-১১-১৯৭১ তারিখে ঢাকাসহ এদেশের অন্যান্য কিছু এলাকায় জামাতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রসংঘের কর্মীরা 'আল-বদর দিবস' উদযাপন করে সভা, মিছিল ইত্যাদির মাধ্যমে। পাকিস্তানের বির"দ্ধে হিন্দুস্থানের আগ্রাসী মনোভাবের তারা নিন্দা করে। জনগণকে তারা আহ্বান জানায় আল-বদর বাহিনীতে যোগ দিয়ে ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীদের বির"দ্ধে লড়াই করে পাকিস্তানের সংহতি রক্ষা করার জন্য।
১৯৭১ সালে এ ধরনের ৪৮টি রিপোর্টে জামাতের প্রচুর নেতাকর্মীর নাম পাওয়া যাবে যারা যুদ্ধাপরাধে যুক্ত ছিল। আমরা বিবেকবান আমলাদের কাছে আবেদন জানাবো, ১৯৭১ সালের এ রিপোর্টগুলো সংরক্ষণ কর"ন এবং মূল না হোক, ফটোকপি করে জাতীয় অভিযোগারে প্রেরণ কর"ন। আইন অনুযায়ী মন্ত্রণালয় এগুলো পাঠাতে বাধ্য। তবে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তা করবে না। কারণ, ১৯৭৫ সালের পর [মাঝখানে ১৯৯৬-২০০১ বাদে] স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সব সময় জামতি

সমর্থকদের অধীনে ছিল। আমরা যা উদ্ধৃত করলাম তা নতুন কোনো তথ্য নয়। এর গুর"ত্ব অন্য। জামাতের প্রভুরা এসব রিপোর্ট তৈরি করেছিল তাদের অনুচরদের সম্পর্কে যার সত্যতা চ্যালেঞ্জ করা কঠিন।

This page has been printed from the web site of The Daily Bhorer Kagoj (www.bhorerkagoj.net).
URL: http://www.jugantor.com/online/news.php?id=28683&sys=1

Developed by: Colors of Bangladesh (www.colorsofbangladesh.com)